দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

00-013

বাংলাদেশে শিক্ষার সমন্বয় প্রয়োজন

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে অদ্যাবধি যে বৈষম্যমূলক নীতি দৃষ্ট হচ্ছে তা সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। একই শিক্ষা বিভাগের সুশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে তাদের বাহ্যিক আচরণের ভিত্তিতে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে এটা যেন এক দেশ দুই আচরণ। আমাদের দেশে আজ যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসার শিক্ষায় ব্রত তাদের সৃজনশীলতার উৎকর্ষতা সাধন, বিদ্যা অনুশীলন, চরিত্র ও আখলাক গঠন এবং সঠিক পাণ্ডিত্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা কোন প্রকার ঘাটতি প্রত্যক্ষ করিনি। তারা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিশেষ বিভাগেও (আরবী) বিদ্যা অর্জন করে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের চাকরির ক্ষেত্রেও নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে যে ব্যবধান ও পার্থক্য আজ আমাদের দেশের কিছু আধুনিকা ও আধুনিকের চোখের ডগায় ধরা পড়ছে—আমরা মনে করি এটা তাদের মূল্যায়নের ব্যর্থতা ও যাচাইয়ের অপারগতা। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষিত লোক হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে থাকেন-এটা সত্য। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষায় উল্লেখিত বিষয়াবলী ছাড়াও আরবী, উর্দু ও ফারসী ইত্যাদি বিষয়েও বিভিন্ন বিভাগে বিদ্যা অনুশীলন করে থাকেন। এই বিষয়াবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সিদ্ধান্তটি দাঁড়ায় মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার থেকে অনেক জটিল। আর ক্রমাগত জটিলতর হচ্ছে। এত অসাধ্য সাধন করেও তারা এদেশের সংস্কৃত বিভাগের প্রণীত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও প্রকৌশল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও নামে সাধারণ শিক্ষার আওতাভুক্ত অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভর্তির ব্যাপারে তাদের প্রতি ভ্রূকুঞ্চিত করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে জিজ্ঞাসা কেন তাদের দিকে এই অবহেলার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ? আমাদের বদ্ধমূল ধারণা, তারা মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের শিক্ষিতের মর্যাদায় উপনীত করার ক্ষেত্রে তাদের কোন কমতি নেই। কিন্তু এই বৈষম্য তাদের প্রতি কৃত্রিম বৈষম্য। আমাদে দেশে দীর্ঘ তের চৌদ্দ বছর মাদ্রাসা লাইনে লেখাপড়া করার পর পুনরায় জেনারেল লাইনে পড়ে আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা লাভের আগ্রহ পঞ্চাশের দশক থেকেই লক্ষ্য করা যায়। তবে ষাটের দশক থেকে ব্যাপক হারে মাদ্রাসার ছাত্রগণ মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স সমাপ্ত করে আসছে। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বিমুখী হওয়ায় এবং সর্ব প্রকার সুযোম-সুবিধায় ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ার কারণে তারা বাধ্য হয়ে একটি শিক্ষা সমাপ্ত করে পুনরায় সাধারণ শিক্ষা কোর্সও সমাপ্ত করে থাকেন। তাদের এই দ্বিমুখী শিক্ষা গ্রহণ যেমন বিশ্বের জ্ঞান সাধনার ইতিহাসে একটি কষ্টসাধ্য বিষয় এবং অতি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার তেমনি জ্ঞানগত দিকের যুগ চাহিদা পূরণে এটি এক মস্ত বড় চ্যালেঞ্জও বটে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষিতরা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে ইসলামী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে সত্য কিন্তু এই অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের কোন সঠিক মূল্যায়ন আজ পর্যন্তও হচ্ছে না। এ ছাড়া উপযুক্ত সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাবে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এ শ্রেণীটি সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে আশানুরূপ অবদান রাখারও সুযোগ পাচ্ছে না। অন্য দিকে অদ্যাবধি এ দ্বিমুখী শিক্ষায় শিক্ষিতদের কোন পরিসংখ্যানও অজানা। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা লেখাপড়া করে সনদ অর্জন করেন তাদের পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত থাকে। অনুরূপ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের পসিংখ্যানও মাদ্রাসা বোর্ডে সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দ্বিমুখী শিক্ষায় শিক্ষিতদের সঠিক সংখ্যা সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই বাংলাদেশ দু'ধারার শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে ইসলামের বৃহত্তর লক্ষ্যে কাজে লাগান এবং সমাজে তাদের যথার্থ অবদান রাখার অবকাশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ শিক্ষিতদের একটি পরিসংখ্যান বের করে তাদের সংগঠিত করা ও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন হয়েছে। যার নাম হবে দ্বিমুখী শিক্ষার সমন্বয়কারী সংস্থা। সে সংস্থার যে সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ অত্র সংস্থা একটি অরাজনৈতিক ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।

২। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ইসলামের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও গবেষণামূলক কাজে আত্ম নিয়োগ করে গবেষণালব্ধ ফলাফলকে জীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠা করা।

৩। বাংলাদেশ দ্বিমুখী (ধর্মীয় ও আধুনিক) শিক্ষায় শিক্ষিতদের ১টি সঠিক পরিসংখ্যান বের করে তাদের যথাযথ মর্যাদায় আসীন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৪। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক তথা রাষ্ট্রীয় সর্ব পর্যায়ে এই উভয়বিদ দ্বিমুখী শিক্ষিতদের চাকরিতে কোটা নির্ধারণ করে বেকারত্ব দূর করার এবং আধুনিক শিক্ষায় উন্নত সনদের সাথে ধর্মীয় শিক্ষায় সনদ থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করে চাকরিতে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

৫। প্রচলিত আইনের সংগে ইসলামী আইনের গড়মিল খুঁজে বের করা এবং ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে ইসলামী আইনের কাঠামো তৈরী করা।

৬। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণে যথাযথ দায়িত্ব ও যোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য দ্বিমুখী শিক্ষিতদের প্রশিক্ষণ দান করা।

৭। প্রচলিত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে ধ্যান-ধারণাসহ অন্যান্য পার্থক্য ঘুচিয়ে সুষ্ঠু ও সঠিক সমন্বয় সাধন করা।

৮। নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও উন্নত চরিত্র গঠনের প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

৯। সংস্থার সদস্য-সদস্যাদের আপদকালীন সময়ে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি কল্যাণ তহবিল গঠনের মাধ্যমে কর্জে হাসানা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

অতএব, দু'ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিকট অনুরোধ যে, তারা প্রস্তাবিত দ্বিমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত সংস্থায় অংশগ্রহণ পূর্বক এর মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে পূর্ন সহযোগিতা প্রদান করবেন। এখানে সমাজের সকল স্তরের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তথা সমাজ সচেতন সংস্থার উদ্যোগকে সফলকাম করতে সহযোগীতায় এগিয়ে আসবেন।